ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ কার্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিভাষা

- **চাঁদা (Chanda)**

ট্রাভার্স কেন্দ্র ও মোরব্বা কেন্দ্রগুলি চেনার জন্য মাটিতে ১ ফুট ব্যাসের একটি বৃত্ত আঁকা হয় যে বৃত্তের কেন্দ্রস্থলে ট্রাভার্স কেন্দ্র বা মোরব্বা কেন্দ্র থাকে। এ ধরণের বৃত্তাকার চিহ্নকে চাঁদা বলে।

S S R K DIGITAL
ssrkdigital.com

ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ কার্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিভাষা

- **গোদা (Goda) ও ধাই (Dhai)**

বহুভুজ (Polygon) বা মোরব্বা (Quadrilateral) বাহুর সীমানা বরাবর মানচিত্রে একটা চিহ্ন দেওয়া হয়। মাঠে কাজ করতে করতে কখনো এই চিহ্নগুলি ভীষণ দরকারি হয়ে ওঠে।

বহুভুজ (Polygon) বা মোরব্বা (Quadrilateral) বাহুর সীমানা বরাবর প্রতি পাঁচ চেইন অন্তর যে চিহ্ন দেওয়া হয় তাকে গোদা বলে।

SSRK DIGITAL

বহুভুজ (Polygon) বা মোরব্বা (Quadrilateral) বাহুর সীমানা বরাবর প্রতি দশ চেইন অন্তর যে চিহ্ন দেওয়া হয় তাকে ধাই বলে।

ssrkdigital.com

ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ কার্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিভাষা

- **খাকা (Khaka)**

'খাকা' হল কোনো জরিপ ক্ষেত্রের সরলীকরণ চিত্র। এই চিত্রটি সাধারণত কোনো ট্রেসিং কাগজে অথবা সাদা কাগজে আঁকা থাকে। চিত্রটিতে কোনো জরিপ ক্ষেত্রে বহুভুজ (Polygon), মোরব্বা (Quadrilateral), সিকমি বাহু (Sikmi line) প্রভৃতি পেন্সিল বা কালি দিয়ে আঁকা হয়। এ ছাড়া এই চিত্রটিতে ত্রিভুজিকরণ এবং লম্বীকরণ চিত্রগুলিও আঁকা থাকে। এই চিত্র সমন্বিত কাগজটিকে 'খাকা' বলা হয়

- P70 কাগজে জরিপ কার্য করা হত।

S S R K DIGITAL
ssrkdigital.com

ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ কার্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিভাষা

- **থোকা লাইন (Thoka Line)**

যখন তিনটি মৌজা একটি বিন্দুতে মিলিত হয় সেখানে তিন মৌজার স্তম্ভ (Trijunction Pilar) অঙ্কন করা হয়। এই তিন মৌজার স্তম্ভ থেকে এক চেন দূরে একটি পাঁচ চেইন দৈর্ঘ্যের সরলরেখা টানা হয়। এই সরলরেখাটিকে থোকা লাইন বলে। এই থোকা লাইনের প্রারম্ভিক অভিমুখ দেখে বলা যায় অন্যান্য মৌজাগুলি কোন দিকে আছে।

S S R K DIGITAL
ssrkdigital.com

ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ কার্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিভাষা

- **কাটান (Kutan)**

চেইনের সাহায্যে জরিপ কার্য চালাবার সময় চেইন যদি পুকুরের পাড়, রাস্তার কিনারা, জমির আইল ইত্যাদি প্রতিবন্ধক স্থান অতিক্রম করে যায় তখন ওই স্থানটিতে কোদাল দিয়ে কাটা (x) চিহ্ন দেওয়া হয় এবং নক্সায় পেন্সিল দিয়ে এই কাটা চিহ্ন দেওয়া হয়। এই চিহ্নটিকে কাটান বলে। জরিপ কেন্দ্র থেকে কাটান-এর দূরত্বকে কাটান দূরত্ব বলে।

S S R K DIGITAL
ssrkdigital.com

ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ কার্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিভাষা

- **অফসেট (Offset)**

জরীপ বাহু থেকে কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য বস্তুর সরলরৈখিক দূরত্বকে অফসেট বলা হয়।

জরীপ বাহুর দুই পাশে যত বিন্দু বা বস্তু আছে ঐ বস্তু বা বিন্দু গুলো হইতে জরীপ বাহুর দূরত্ব সঠিকভাবে পরিমাপ করে মানচিত্রে অংকন করা হয়।

S S R K DIGITAL
ssrkdigital.com

অফসেট দুই প্রকার -

১) লম্ব অফসেট (Perpendicular Offset)

জরিপ রেখার দুই পার্শ্বে অবস্থিত বস্তুসমূহের জরিপ রেখা থেকে দূরত্ব যদি উলম্ব রেখা (Perpendicular Line) এর সাহায্যে নির্নয় করা হয় তবে তাকে লম্ব অফসেট বলে।

Optical Square যন্ত্রের সাহায্যে লম্ব অফসেট নেওয়া হয়।

২) তির্যক বা বাঁকা অফসেট (Oblique Offset)

যখন কোন বাধার কারনে তির্যক দূরত্ব পরিমাপের মাধ্যমে জরিপ রেখার সাপেক্ষে অবস্থান নির্নয় করা হয় সেই রকম অফসেটকে তির্যক অফসেট বলা হয়।

S S R K DIGITAL
ssrkdigital.com

ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ কার্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিভাষা

- **অ্যাডাপটেড স্টেশন (Adopted Station)**

আগেই জরিপ করা হয়েছে এরকম কোন মানচিত্রের উপর জরিপ করার সময় ওই মানচিত্র থেকে এমন কতগুলি বিন্দু বা স্থান খুঁজে বার করা হয় যেগুলি মাঠে গেলে একই অবস্থায় পাওয়া যাবে। ওই বিন্দুগুলিকে বর্তমান জরিপে জরিপ স্টেশন রূপে অর্থাৎ Controll Point হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই বিন্দুগুলিকে অ্যাডাপটেড স্টেশন বলে।

S S R K DIGITAL
ssrkdigital.com

ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ কার্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিভাষা

- **পরতাল রেখা (Partal Line)**

ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ কার্যে পরতাল রেখা অতি গুরুত্বপূর্ন। এর দ্বারা কোন জরিপ কাজ ঠিক হল কিনা বোঝা যায়। কোথায় পরতাল রেখা অঙ্কন করা হবে তা স্থির করা হয় জমির জরিপিকৃত অংশের প্রকৃতি অনুসারে।

তবে সাধারণত জমির এক কোণ থেকে আর কোণ পর্যন্ত দুই কোণে দুটি স্টেশন তৈরি করে পরতাল দেওয়া হয়। এই দুটি স্টেশনের একটির সাথে আর-একটি যুক্ত করে যে রেখা পাওয়া যায় তাকে চেইন লাইন হিসাবে গণ্য করা হয়। এরপর এই চেইন লাইনের দুই দিকে বিভিন্ন বস্তুর অফসেট নেওয়া হয় এবং ওই রেখার উপর যতগুলি কাটান (Kutan) বিন্দু পাওয়া যায় তার অবস্থান পরিমাপ করে চেকিং করা হয়।

S S R K DIGITAL
ssrkdigital.com

ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ কার্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিভাষা

- **আলামত (Alamat)**

আলামতকে এক কথায় সংক্ষেপে বলা যায় সাংকেতিক চিহ্ন। কোন মানচিত্রে একাধিক চিহ্ন দিয়ে ওই এলাকা সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরী করা যায়। যেমন পুকুরের এক ধরণের বিশেষ চিহ্ন থাকে। জোয়ার ভাঁটা হয় এরকম নদীর চিহ্ন একরকম আবার জোয়ার ভাঁটা হয় না এরকম নদীর চিহ্ন আর একরকম। রেল লাইন, বড় গাছ, নদী বাঁধ, জলাভূমি ইত্যাদির এক একরকম সাংকেতিক চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়। এই সাংকেতিক চিহ্নগুলিকে বলে আলামত (Conventional Sign)।

S S R K DIGITAL
ssrkdigital.com